



তত্ত্ববধায়ক সরকার কী সত্যিই নিরপেক্ষ!

তবুও ব্রেভো তত্ত্ববধায়ক সরকার। আপনাদের ধন্যবাদ।

শেখ হাসিনা জবাব দেবেন কি?

মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে এত সুসংবাদ কী করে সহ্য করবো! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ শুধুই দুঃসংবাদ শুনতে শুনতে আমরা পরিশ্রান্ত, দিকভ্রান্ত আশাহত হতে হয়েছে কষ্টে কষ্টে। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনে খুবই ছোট ছিলাম, সহায় সম্পত্তি হারিয়ে স্বজনদের হাত ধরে ভারতের শ্রীনাথপুর শরণার্থী ক্যাম্পে কীহিনা দুঃসহ দিনগুলো কাটাতে হয়েছিলো তারপরে স্বজন হারানোর বেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করে স্বাধীনতার স্বাদে সবকিছু ভুলে গিয়ে একটি সুন্দর স্বপ্নের দেশ পাবো সেটাই ছিলো আমার মতো সবার প্রত্যাশা। কিন্তু আমরা কি পেলাম, স্বাধীনতার পর-পরই স্বাধীনতার পতাকাবাহী ঐতিহ্যবাহী সংগঠন আওয়ামীলীগের কিছু স্বার্থস্বেষী মহল দল ত্যাগ করে স্বার্থের জন্য দেশে অশান্তি সৃষ্টিকরে জাসদের নামে সৃষ্টি করলো বিশৃঙ্খলা। এরপর ১৯৭৪-এ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মার্কিন-পাকিদের ষড়যন্ত্র করে সৃষ্টি করা হলো ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ, দেশটি সৃষ্টিলগ্নের সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৭৫ সনে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতাকে হত্যা করা হল-হত্যাকরা হলো জাতীয় নেতাদেরকে। অতঃপর বারবার সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন, নামমাত্র গণতন্ত্রের মধ্যে আমরা হলাম কলংকিত, দেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হল ৫ বার। সর্বগ্রাসী সন্ত্রাস, মৌলবাদী জঙ্গিদের উত্থান, আত্মঘাতী বোমা হামলায় শুধু সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত নয়, স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে ধ্বংসের মাতমে কম্পমান হলো। মৌলবাদী জঙ্গি আর স্বৈরশাসকদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে গিয়ে কতো অসময়ে সেলিম-দেলোয়ার-তিতাস-ময়েজউদ্দিন দিপালীসাহা, কাঞ্চন-মোজাম্মেল, নূর হাসেন-বাবুল ফাত্তাহ, দেবশীষ আর ওয়াজী উল্যার মতো কতো শত-সহস্র ছাত্র-কৃষক যুবাব রক্তে রঞ্জিত হয়েছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। দীর্ঘ ৩৬ বছর পর এবার নতুন তত্ত্ববধায়ক সরকার (ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ) ক্ষমতা গ্রহণের পর একের পর এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে আমি দেখতে পাচ্ছি এয়েন এক নতুন বাংলাদেশ, আমার স্বপ্নের তীর্থভূমি, এমন একটি দেশ দেখবো বলে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান ছিলাম আশায় আশায়। ধর্মনিরপেক্ষতার সেতুবন্ধনে একটি সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতো বাংলাদেশের অসহায় কোটি কোটি মানুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা। এমন একটি সুন্দর দেশ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলো মুক্তিযুদ্ধে নিহত ২০ লক্ষ শহীদ আর ২ লক্ষাধিক নির্যাতিত নারী। এমন একটি সোনার বাংলা দেখার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতার স্থপতি শহীদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এখন চিৎকার করে পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, হে বিশ্ববাসী দেখো, দেখো বাংলাদেশের দিকে থাকিয়ে দুদন্ড প্রতাপশালী মহাদুর্নীতিবাজ, ভোটচোর, মহাচোর, খুনি-বিশ্বাসঘাতক, যুদ্ধাপরাধীরা গ্রেফতার হচ্ছে, ভয়াবহ মৌলবাদী জঙ্গী খুনিদের ফাঁসির মধ্যে দিয়ে বিচার হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা সম্মানিত হচ্ছেন। মনে হয় যেন আমরা নতুন করে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে যাচ্ছি? রাজনৈতিক হীনমানসিকতা এবং নিজ স্বার্থ অর্থ-বিত্ত আর ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নির্বাচিত রাজনীতিকরা যা করতে পারেনি তাই করছে তত্ত্ববধায়ক সরকার। সং চিন্তা-আদর্শ চেতনা এবং দেশপ্রেম থাকলে যেকোনো অসম্ভব কাজও সম্ভব করা যায় আর তারই প্রমান বর্তমান তত্ত্ববধায়ক সরকার এবং সেনা প্রধান। শাশা তত্ত্ববধায়ক সরকার। সাহসী বক্তব্যের জন্য ব্রেভো সেনা প্রধান মঈন উ আহমেদ।

যদিও তত্ত্ববধায়ক সরকারের অনেক কমকান্ড আমি মেনে নিতে পারছি না কিংবা বলা যায় এসব কর্মকান্ড নিরপেক্ষতার মানদন্ডকে ম্লান করছে, যেমন দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতার করার নামে ঢালাওভাবে অনেক সং রাজনীতিবিদকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলেও কলঙ্কিত করছে, আবার বিগত সরকারের মহা দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জোড়ালো অভিযোগ থাকাসত্ত্বেও হালকা অভিযোগ দেখানো হচ্ছে ব্যালেন্স রক্ষা করার জন্য সাংবাদিক আওয়ামী লীগ নেতা ওবায়দুল কাদেরের মতো ব্যক্তিকে সরকার বিরোধী বক্তব্যের অভিযোগে গ্রেফতার করা হচ্ছে যা সত্যিই হাস্যকর। অথচো তত্ত্ববধায়ক সরকারের আগমন ওবায়দুল কাদের আর জাহাঙ্গীর কবীর নানকদের আন্দোলন আর ওয়াজী উল্লাদের রক্তের ফসল। আমরা প্রবাস থেকে অবাধ বিস্ময়ে দেখি স্বাধীনতা বিরোধী সন্ত্রাসী মৌলনা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে জিয়া উপজেলা করার নামে ৫০০ কোটি টাকা আত্মসাৎের অভিযোগসহ সন্ত্রাসী লালনপালন করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলেও তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না বরং তিনি বহাল তবিয়তে ধর্মের নাম রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া জামায়াতে ইসলামের নেতা কর্মী এবং মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে হত্যা সন্ত্রাস ধর্ষণসহ গুরুতর অভিযোগ থাকলেও কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না যা অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখছেন। দুর্নীতির অভিযোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বদরউদ্দিন কামরানকে গ্রেপ্তার করা হলেও এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন অপর ৪ মেয়র। কিন্তু কেন? যে অভিযোগে এই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই সেই একইরকম অভিযোগ সিটি কর্পোরেশনের বাকি ৪ জন মেয়রের ক্ষেত্রেও আছে, অনেক ক্ষেত্রে তা আরো গুরুতর। কিন্তু দুঃখের বিষয় অগণিত অভিযোগ থাকলেও এখনো হেসে-খেলেরি রয়েছেন বিএনপির ৪ মেয়র। এরা হলেন : ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, রাজশাহীর মিজানুর রহমান মিনু, বরিশালের মজিবুর রহমান সরোয়ার ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান। এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই সীমাহীন দুর্নীতি, সন্ত্রাসী লালন, কমিশন বাণিজ্য ও নামে-বেনামে সম্পদের পাহাড় গড়ার অভিযোগ রয়েছে। কারো কারো বিরুদ্ধে

জঙ্গি লালনের অভিযোগও রয়েছে বলে পত্রিকায় বারবার প্রকাশিত হচ্ছে তবুও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেনা ফলে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখছেন। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে গৃহীত পদক্ষেপগুলো যেন মনে হয় শুধুই কথার কথা বাস্তবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না কিংবা কোনো অদৃশ্যকারণে কালক্ষেপন করা হচ্ছে। আমরা প্রবাস থেকে মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সর্বিনয়ে অনুরোধ জানাবো দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জরুরী বিচার আইনে বিচার করে সরকারী সম্পত্তি সরকারের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে অসৎ রাজনীতিকদের আজীবন রাজনীতি থেকে পঙ্গু করার জন্য, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পাঠ্য পুস্তকসহ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করা এবং মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের প্রতি সম্মান দেখানো, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি বাস্তবায়ন করা, জাতির পিতাকে সম্বিহমায় প্রতিষ্ঠা করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বাস্তবায়িত করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করাসহ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেই আপনারা মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বেঁচে থাকবেন।

বাংলাদেশের আপামর মানুষের কল্যাণকর ঐতিহাসিক কাজ বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দেন অসৎ স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিক নেতা ও দলকে যে বাংলাদেশের মানুষ একটু শান্তি চায়, সত্য ইতিহাসের মুখোমুখি হতে চায়। তখন আপনারা বাংলার ইতিহাসে গর্বিত সন্তান হয়ে বেঁচে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে অনাদিকাল।

মাননীয় সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও আওয়ামীলীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনার কাছে সর্বিনয়ে জানতে চাই, আপনি কি আপনার শাসনামলে এরচেয়ে একটি ভালো দেশ উপহার দিতে পেরেছেন? আমি এ প্রশ্ন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে করতে চাইনা এবং করার প্রয়োজনও বোধ করছি না কারণ খালেদা জিয়ার বিগত ৫ বছর শাসনামল ছিলো কালিমালিঙ্গ, কলজিত, গণহত্যা-ধর্ষণ, সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্মীয় উন্মাদনায় উন্মাতাল জঙ্গি উত্থানে গ্রেনেড বোমা হামলা, নৈরাজ্য-নৈরাশ্য, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, দুর্নীতির ঐতিহাসিক বছর। মাননীয় শেখ হাসিনা আপনি ক্ষমতায় থাকলে কি পারতেন এ জঙ্গিদের বিচার করতে, আপনি কি পারতেন অদৃশ্যভাবে খ্যাত যুবরাজ মহা দুর্নীতিবাজ তারেক-মামুনদের বিচার করতে, বিচার করতে গেলে আপনার মসনদ উল্টে যেতো আন্দোলন হরতাল আর সংগ্রামে, বরং ওরা আরো জননেতা হয়ে যেত। আপনি ক্ষমতায় থেকেও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন করতে পারেননি যা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, আপনার আমলে ও পরে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চাইলেই মাননীয় বিচারকগণ বিব্রতবোধ করতেন, কারণ এসব বিচারকগণ বঙ্গবন্ধুকে যতটুকুনা শ্রদ্ধা করেন তার চেয়ে বেশী হস্তারকদের ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে সততা আদর্শের চেয়ে ক্ষমতাসীনদের স্যালুট করাই ছিলো বড় কাজ। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া কি সম্ভব ছিলো, দিলেও তা ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতো। যদি আপনাকে প্রশ্ন করি এখন যদি নির্বাচন হয় তা হলে কি আপনি ক্ষমতায় যেতে পারবেন? আর ক্ষমতায় গেলে এসব দুর্নীতিবাজদেরকে কী আটকে রাখতে পারবেন জেলে? ওদের বিচার কি হবে? আর আপনি দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কী এত সহজে ক্ষমতায় যেতে পারবেন! সারাদেশে বিগত সরকার যেখানে দুর্নীতির বীজ বপন করে বিশেষ ফরমালিক মেডিসিন দিয়ে রাতারাতি শক্ত ভীত তৈরী করেছে যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সামরিক আইন দিয়েও হিমশিম খাচ্ছে সেখানে আপনি কি তা পারতেন? সেই শক্তি কি আপনার আছে, দয়া করে একটু ভেবে দেখবেন কি? কোন কারণে আপনি এত তাড়াতাড়ি নির্বাচন চাচ্ছেন? দেশের আপামর জনগণ যা চাচ্ছেনা তা কেন আপনি চাচ্ছেন, এতে আপনার যেমন বদনাম হচ্ছে ধখ্য নেই বলে তেমন জনগণ খুশি হতে পারছে না। কারণ জনগণ চায় এ সরকার। আপনি ক্ষমতায় থাকলে কি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারতেন কিংবা উদ্যোগ নিতে পারতেন যা বর্তমান তত্ত্বাবধায় সরকার নেওয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছে। আপনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা, আপনি ছোটথেকেই দেখছেন রাজনীতি। আপনি দেশের মানুষের জন্য জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন, আপনার দিকে চেয়ে আছে বাংলাদেশের অসহায় নির্যাতিত কোটি কোটি মানুষ তাঁরা আপনাকে গভীর মমতা দিয়েই ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে যেমন তেমন আপনার কাছ থেকে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত আশা করে।

মন্দিরিয়ল, ৯.৪.২০০৭

সদেরা সূজন. ফ্রিলেন্স সাংবাদিক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতি সংগ্রাহক।